**বানৌজা ধলেশ্বরী এবং বিজয় - কমিশনিং অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

খুলনা, শনিবার, ২১ ফাল্গুন ১৪১৭, ০৫ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

কূটনীতিকবর্গ,

নৌবাহিনীর সর্বস্তরের অফিসার ও নাবিকগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দু'টি অফশোর পেট্রোল জাহাজ কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী বীর শহীদ এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সকল নৌ সদস্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আজ একটি গৌরবময় দিন। মহান আল্লাহতাআলার অশেষ রহমতে আজ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে দুটি পেট্রোল জাহাজ। এগুলো গভীর সমুদ্রে দীর্ঘদিন টহল দিতে সক্ষম। গত বছর প্রথম সামুদ্রিক জরিপ জাহাজ ‘বানৌজা অনুসন্ধান' সংযোজন করা হয়।

সুধিমন্ডলী,

সময়ের বিবর্তনে স্থলভাগের সম্পদ সীমিত হয়ে পড়ায় এখন সবার দৃষ্টি পড়েছে সমুদ্রসম্পদের দিকে। বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় পণ্য পরিবহন ছাড়াও এখানে আছে মৎস্য, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ।

সমুদ্রসম্পদ এবং সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনীর বিকল্প নেই।

এ সত্যটি স্বাধীনতার আগেই জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন। ঐতিহাসিক ছয় দফায় তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদরদপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের দাবী তুলেছিলেন।

স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু আমাদের সমুদ্রসীমা রক্ষার জন্য একটি দক্ষ ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ার দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ভারত হতে ২টি পেট্রোল ক্রাফট ‘পদ্মা' ও ‘সুরমা' নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে।

১৯৭৪ সনে তিনি নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ একযোগে কমিশন করেন। নৌবাহিনীকে ‘নেভাল এনসাইন' প্রদান করেন। সেদিনের ভাষণে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর Vision তুলে ধরেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: ‘For Geo-political need, a modern navy will be built'। জাতির পিতা ব্যক্তিগতভাবে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে দু'টি পেট্রোল ক্রাফট ‘তিস্তা' ও ‘কর্ণফুলী' সংগ্রহ করেন। জাহাজ দু'টি এখনও আমাদের সমুদ্র প্রহরায় অতন্দ্র প্রহরী।

বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের সমুদ্র এলাকার দাবি তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি Territorial Waters and Maritime Zones Act  ১৯৭৪ প্রণয়ন করে।

এর ৮ বছর পর জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বা "United Nations Convention on the Law of the Sea" প্রণয়ন করে। বাস্তবিক অর্থে এটা প্রায় বঙ্গবন্ধুর সরকারের আইনেরই অনুকরণ।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা বেগবান হয়। সে সময়ে অত্যাধুনিক মিসাইল ফ্রিগেট বঙ্গবন্ধু, লার্জ পেট্রোল ক্রাফট মধুমতি, পেট্রোল ক্রাফট বরকত, তিতাস, কুশিয়ারা এবং ট্যাংকার ইমাম গাজ্জালী নৌবাহিনীতে কমিশন করা হয়।

একইসঙ্গে বানৌজা শৈবালকে হাইড্রোগ্রাফি জরিপ জাহাজ হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। এ ছাড়াও নৌবাহিনীতে অত্যাধুনিক Simulator সম্বলিত স্কুল অব ম্যারিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিকস্ স্থাপন করা হয়।

হাইড্রোগ্রাফিক এন্ড ওশেনোগ্রাফিক সেন্টার, নৌ ঘাঁটি মংলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নৌ হাসপাতাল উপশম সংযোজন করা হয়।

একইসঙ্গে রুগ্ন শিল্প খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পরবর্তীতে জোট সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন কোন জাহাজই যোগ হয়নি।

বরং "State of the Art" ফ্রিগেট বঙ্গবন্ধুকে ডি-কমিশনিং ও মিথ্যা মামলার মাধ্যমে নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণ স্থবির করে দেওয়া হয়।

সুধিমন্ডলী,

মনে রাখতে হবে, আমাদের সম্পদ সীমিত। নৌবাহিনীর মত একটি প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনীকে যুগোপযোগী রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অত্যন্ত সচেষ্ট থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: ‘‘আমাদের নৌবাহিনীর প্রয়োজন আমাদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য। সাইক্লোন মোকাবিলা করার জন্য। আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু আত্মরক্ষা করার মত ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার।''

তিনি আরও বলেছিলেন:  ‘‘আমরা আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে সম্মান নিয়ে বাস করতে চাই। আমরা অন্য কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। অন্য কেউ আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক, তাও আমরা চাই না।''

আমরাও এই নীতিতে বিশ্বাস করি এবং অটল আছি। আর তাই, জাতির স্বার্থে নৌবাহিনীকে বাংলাদেশের জলসীমায় যে কোন আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য প্রস্ত্তত থাকতে হবে।

আমাদের সমুদ্রসীমার দাবীনামা ইতোমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে পেশ করা হয়েছে।

সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে অস্ত্র পাচার ও চোরাচালান রোধসহ সম্পদ সংরক্ষণ, সর্বোপরি সমুদ্র পথ উন্মুক্ত রাখতে নৌবাহিনীকে ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হবে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, মায়ানমার ও চীনে বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল দিন দিন বেড়ে চলেছে। সোনাদিয়ায় পরিকল্পিত Deep Sea Port স্থাপনের মাধ্যমে সমুদ্র পথে বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বরগুনা ও পটুয়াখালি এলাকায় তৃতীয় সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

এ জন্য আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিক এবং কুটনৈতিক অঙ্গনে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর উন্মুক্ত করেছে। সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী আমাদের জন্য অপরিহার্য।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের অধিকাংশই ২৫ থেকে ৬০ বছরের পুরোনো। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ৭ বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

ইতোমধ্যে ‘বানৌজা বঙ্গবন্ধু'র জন্য ২টি হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রয় করা হয়েছে। চীনে দু'টি অত্যাধুনিক মিসাইল সম্বলিত Large Patrol Craft তৈরি হচ্ছে। দেশে ১টি ফ্লিট ট্যাংকার এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে ৫টি গানবোট তৈরির কাজ আজ হতে শুরু হবে।

বিগত অর্থ বছরেই সর্বমোট ৩টি পুরানো এবং ৮টি নতুন জাহাজসহ সর্বমোট ১১টি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪টি মিসাইল বোট ও ২টি জাহাজে নতুন ক্ষেপনাস্ত্র সংযোজনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

দেশের জলসীমায় সন্ত্রাস মোকাবিলায় নৌ স্পেশাল ফোর্স SWADS গঠন এবং বেশ কিছু জাহাজে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সংযোজনের কাজ চলছে।

বর্তমানে অর্থবছরে ২টি ম্যারিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট এবং ২টি করভেট ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে। পোতাশ্রয়ে নৌ জাহাজের বার্থিং, নতুন ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ স্কুল এবং নাবিক ও অফিসারগণের বাসস্থান সঙ্কুলানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনটি পুরাতন ব্রিটিশ ফ্রিগেট প্রতিস্থাপন করা হবে। US Coast Guard হতে ফ্রিগেটের মত একটি বড় জাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। গত বছর চীন সফরের সময় চীন সরকারকে হেলিকপ্টারসহ ২টি ফ্রিগেট বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করি। চীন সরকার এতে সম্মতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি ‘ডেটারেন্ট ফোর্স' হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২০ সালের মধ্যে ঘাঁটি সুবিধাসহ সাবমেরিন সংযোজন করা হবে। নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ঘাঁটি, জেটি ও প্রশিক্ষণ স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা একটি শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

নৌবাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন, প্রথমবারের মত Lebanon এর UNIFIL এ একটি ফ্রিগেট ও একটি পেট্রোল ক্রাফট UN Mission এ যোগ দিয়েছে। আশা করি, ভবিষ্যতে Global Maritime Security তে আমরা আরও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হব।

বনায়ন, আশ্রায়ন, জাটকা নিধন, চোরাচালান রোধসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে আপনারা অংশগ্রহণ করছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি, দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং পেশাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবেন।

সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত জাহাজ দু'টি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বলিষ্ঠ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সৌহার্দ্য এবং শুভেচ্ছা উপহারের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আওয়ামী সরকার জনগণের সরকার। দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

আমরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, অবকাঠামো নির্মাণসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

ইতোমধ্যে প্রায় ১১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। আরও ২৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান, বিদ্যমান গ্যাস ফিল্ডগুলোতে নতুন কূপ খনন করা হচ্ছে।

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সারাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের দাম তিন-দফা কমানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি এবং গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি।

আমি আশা করি, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব।

আমি দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাই।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার জীবন সুন্দর হোক। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....